মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পুলিশের নিজ উদ্যোগে অটোরিকশা, ভ্যান চালক, মোটর সাইকেল, আরোহীদের মধ্যে তিন’শ মাক্স বিতরণ করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর সদরের বিভিন্ন স্থানে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহদারা মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের কে শত ভাগ মাস্ক পরিধান করতে হবে।

মেহেরপুর জেলাবাসী যেনো ভালো থাকে সুস্থ থাকে তারই জন্য প্রথম থেকেই জেলা পুলিশ জনসাধারণকে সতর্ক করে আসছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করণের লক্ষে মাস্ক বিতরণ করছি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল হোসেন, আব্দুল্লাহ, জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

সাবরিনা-শাহেদ: সরকারি কাজ পাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরীক্ষা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতারকৃত জেকেজির চেয়ারম্যান সাবরিনা আরিফকে পুলিশ সোমবার ঢাকার একটি আদালতে হাজির করে তিন দিনের রিমাণ্ডে নিয়েছে।

পরীক্ষা এবং চিকিৎসায় প্রতারণার অভিযোগে আলোচিত আরেকজন রিজেন্ট

হাসপাতালের মালিক মো: শাহেদকে পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি।

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে জালিয়াতির অভিযোগে এই অভিযুক্তদের সাথে সরকার বা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালীদের সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়ে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

যখন পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগ উঠেছে, তখন সরকারি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা বিবেচনায় আসে- নতুন করে সেই প্রশ্ন এসেছে।

বিশ্লেষকরা বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতসহ যে কোনো সরকারি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগ বা প্রভাবের বিষয়টিই মূল বিবেচনায় আসে এবং সেজন্য এই সুযোগ নিয়ে অনেকে দুর্নীতি বা অনিয়ম করার সাহস পাচ্ছে।

জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত জেকেজির কর্ণধার সাবরিনা আরিফ এবং তার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী, দু’জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে ঢাকার তেজগাঁ থানা পুলিশ।

পুলিশের তেজগাঁ অঞ্চলের উপ কমিশনার হারুন অর রশিদ বলেছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত দু’জনেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানোর বিষয়টি দাবি করেছেন।

“তারা ধরেন, তারা গোপনে টাকার বিনিময়ে স্যামপল কালেকশন করছে এবং অবৈধভাবে ভুয়া রিপোর্ট দিচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে এত সাহসতো হঠাৎ করে হওয়ার কথা না।”

জেকেজির প্রভাব খাটিয়ে কাজ পাওয়ার অভিযোগ পুলিশের তদন্তে অগ্রাধিকার পাচ্ছে বলে কর্মকর্তারা বলেছেন। জালিয়াতির অভিযোগ ওঠা জেকেজি’র চেয়ারম্যান সাবরিনা গ্রেফতার মো: শাহেদ দেশের ভিতরেই পালিয়ে রয়েছে’ রিজেন্ট হাসপাতালের মালিককে নিয়ে কতটা বিব্রত আওয়ামী লীগ

মো: শাহেদ, মালিক, রিজেন্ট হাসপাতাল। প্রতারণার নানা অভিযোগে অভিযুক্ত রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক মো: শাহেদ ওরফে শাহেদ করিম নিজেকে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য বলে দাবি করতেন।

যদিও আওয়ামী লীগ নেতারা বলে আসছেন, মো: শাহেদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী অনেক নেতার সাথে মো: শাহেদের ছবি নিয়ে ফেসবুকে নানা আলোচনা চলছে।

দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড: ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, সরকারি ক্রয় এবং যে কোনোখাতে কাজ দেয়ার ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রভাব মূল বিবেচনার সংস্কৃতি হয়ে গেছে। সেখানে মহামারি পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যখাতে যেহেতু জরুরিভিত্তিতে মৌখিকভাবেই কেনাকাটা বা কাজ দেয়া হচ্ছে, সেজন্য তাতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো ও অনিয়ম বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

“রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, রাজনৈতিক ব্লেসিং, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত-এই ধরণের উপাদানগুলো কার্যাদেশ থেকে শুরু করে, যারা কাজ পেয়ে থাকেন, এই পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যেই কিন্তু একটা সাংস্কৃতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেছে।”

ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করেছে।

এর আগেও সরকারি কাজে বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

এমনকি গত বছর ঢাকায় দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে অবৈধ ক্যাসিনো বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে যুবলীগের বেশ কয়েকজন নেতা গ্রেফতার হন। সেসময়ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে টেণ্ডারবাজির অভিযোগ উঠেছিল।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড: ফাহমিদা খাতুন বলেছেন, “এটা এখন আর গোপনীয় বিষয় নয় যে কারা লাইসেন্স পাবে বা কারা কোন কন্ট্রাক্ট বা কাজ পাবে এবং সেজন্য তাদের রাজনৈতিক যোগাযোগ। সমস্যা দেখা দেয়ার পরই আমরা দেখি, এসবের পিছনে যে সব ব্যক্তি থাকে, তাদের সাথে রাজনৈতিক যোগাযোগগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।”

তিনি আরও বলেছেন, “যেহেতু রাজনৈতিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, সুতরাং তারা রাজনৈতিক আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে দুর্নীতি এবং অনিয়মের মতো কাজে জড়িয়ে পড়ে। এবং তারা মনে করে, তারা সে সমস্ত কাজ করে পার পেয়ে যাবে।”

জেকেজি হেলথ কেয়ার এবং রিজেন্ট হাসপাতালের বিরুদ্ধে যখন পরীক্ষার ভূয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগ উঠেছে, তখন সরকারি কাজ পাওয়ার

ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা বিবেচনায় আসে- নতুন করে সেই প্রশ্ন এসেছে।
বিশ্লেষকরা বলেছেন, রাজনৈতিক প্রভাব থাকলে পার পাওয়া যাবে- এমন চিন্তা যেহেতু কাজ করে, সেজন্য র্যাব যখন রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালায়, সে সময়ই হাসপাতালটির মালিক মো: শাহেদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করার সাহস পেয়েছিলেন।

তবে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, সাম্প্রতিক ঘটনাসহ আগের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রেও সরকার অপরাধের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

তিনি দাবি করেছেন, আওয়ামী লীগ কাউকে ছাড় দিচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে যারা ধরা পড়লো বা যাদের অপকর্ম উদ্ঘাটিত হলো, কোনো পত্রিকার হেডলাইন দেখে কিন্তু সরকার এটা করতে বাধ্য হয়নি। শেখ হাসিনার সরকার নিজস্ব উদ্যোগে এই সমস্ত কালপ্রিটদের চেহারা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে এবং দে হ্যাভ ব্রট দেম টু দ্য বুক।”

কিন্তু যখন কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি বা অপরাধ প্রকাশ পাচ্ছে, তখন সরকার বা আওয়ামী লীগ নেতারা নানা ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলে থাকেন। পরে আর তৎপরতা থাকে না। ফলে বার বার এ ধরণের ঘটনা ঘটছে- এমন অভিযোগ তারা বিবেচনা করেন কিনা?

এমন প্রশ্নে মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, “রাজনৈতিক কোনো প্রভাব নয়। আওয়ামী লীগ সরকার একদিকে নিজেরা এগুলো উন্মোচন করছে এবং শুধু উন্মোচন করে থেমে যায়নি। তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ আইন অনুযায়ী স্বচ্ছ্বতার সাথে এগুচ্ছে।”

আওয়ামী লীগের নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর বহু বছরের পুরোনো সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা তারা করছেন।

কিন্তু বিশ্লেষকদের তাতে সন্দেহ রয়েছে।কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশনের যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশে নিজেকে যেভাবে নিরাপদ রাখবেন করোনাভাইরাস থেকে নতুন করোনাভাইরাস কত দ্রুত ছড়ায়? কতটা উদ্বেগের? করোনাভাইরাস ঠেকাতে যে সাতটি বিষয় মনে রাখবেন টাকার মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়াতে পারে কি?

বিবিসি বাংলা, ঢাকা

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জনের করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১টি গাংনী, ২ টি সদর, ১ টি মুজিবনগর। নতুন আক্রান্তরা হলেন-মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়ার সুজন, স্টেডিয়াম পাড়া তৌহিদুল, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আন্জুয়ারা এবং গাংনী উপজেলা বিআরডিবি স্টাফ আশরাফুল আলম।

এ নিয়ে জেলায় ১১২ (সদর- ৫৮, গাংনী -৪৩, মুজিবনগর -১১) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৬৫ জন সুস্থ হয়েছেন, ৬ জন মারা গেছেন। ১০ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ সোমবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ২০ টি (কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ) রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৫টি পজিটিভ, ১টি ফলোয়াপ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২১০৭টি।

দ্বিতীয় বিয়ের পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সাবরিনা

কোভিড-১৯ টেস্ট নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ও জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের চিকিৎসক ডা. সাবরিনা চৌধুরী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর বেপরোয়া হয়ে উঠেন।

গ্রেফতারের পর সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন তথ্যই পেয়েছেন তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

তারা জানান, আরিফের সঙ্গে বিয়ের পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সাবরিনা। দুজনে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারি কাজ পেতে নানামুখী তদবির করেন সাবরিনা।

এক্ষেত্রে সাবরিনা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)-এর কয়েকজন নেতাকে কাজে লাগান বলেও অভিযোগ রয়েছে।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করে আসা ডা. সাবরিনা জেকেজি হেলথকেয়ারের প্রধান নির্বাহী আরিফুল হক চৌধুরীর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন।

রোববার দুপুরে সাবরিনাকে হাসপাতাল থেকে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তেজগাঁও থানার এক মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

করোনাভাইরাস পরীক্ষা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে করা ওই মামলায় গ্রেফতার হয়ে সাবরিনার স্বামী আরিফুলও কারাগারে আছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই দম্পতির জীবনও রূপকথার গল্পের মতো। আরিফের চতুর্থ স্ত্রী সাবরিনা। আরিফের এক স্ত্রী থাকেন রাশিয়ায়, অন্যজন লন্ডনে। আরেকজনের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তবে ছাড়াছাড়ির পরও সাবেক ওই স্ত্রী উচ্চমহলে আরিফের জন্য দেনদরবার করে যাচ্ছেন।

তদন্তসংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূলত সাবরিনার হাত ধরেই করোনার স্যাম্পল কালেকশনের কাজটি ভাগিয়ে নেয় অনেকটা অখ্যাত জেকেজি নামে এই প্রতিষ্ঠান। প্রথমে তিতুমীর কলেজে মাঠে স্যাম্পল কালেকশন বুথ স্থাপনের অনুমতি মিললেও প্রভাব খাটিয়ে ঢাকার অন্য এলাকা এবং অনেক জেলা থেকেও নমুনা সংগ্রহ করছিলেন তারা।

তবে স্বামী-স্ত্রী মিলে করোনা টেস্ট করলেও তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের নয়। স্ত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের এক চিকিৎসককে মারধর করেন আরিফ চৌধুরী। পরে এ ঘটনায় স্বামীর বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানায় জিডি করেন ডা. সাবরিনা।

গত ৪ জুন এ জিডি করা হয়। দুই মাস আগে তাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সাবরিনা দাবি করেন।

কিন্তু আরিফুল গ্রেফতার হওয়ার পর করোনা সনদ জালিয়াতির সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সামনে আসার পরই স্বামীকে তড়িঘড়ি তালাক নোটিস পাঠান সাবরিনা।

সাবরিনার গ্রামের বাড়ি দিনাজপুরে। তার বাবা সাবেক সচিব সৈয়দ মোশাররফ হোসেন। তিনি ঢাকার শ্যামলীর পিসি কালচার রোডের নিজ বাড়িতে বসবাস করেন। তার দুই মেয়ের মধ্যে ডা. সাবরিনা বড়।

সাবরিনা ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৯৯৩ সালে এসএসসি ও পরে এইচএসসি পাস করেন। এরপর এমবিবিএস পাস করেন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে।

সাবরিনার প্রথম স্বামীর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, তিনি টেলিফোন সেবা সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। সাবরিনা ২৭তম বিসিএসে স্বাস্থ্য ক্যাডারের চাকরি পাওয়ার পর তার প্রথম পোস্টিং হয় দিনাজপুরে। পরে বদলি হয়ে আসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। সেখান থেকে যোগ দেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে।

যুগান্তর রিপোর্ট

এখনও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন সির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দেহে যে কোনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে সহায়তা করে। তাই করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরের ভেতরকার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধক দেয়াল তৈরিতে শুরু থেকেই ভিটামিন সি জাতীয় ফল ও শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন ডাক্তার ও পুষ্টিবিদরা। এতে করে বাজারে ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ ফলের চাহিদা বেড়ে যায়। আর সেই

সুযোগে এসব ফলের দাম বাড়িয়ে দেয় বিক্রেতারা।

যা এখনও চলমান। ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে জোগান কমের কথা বললেও আদতে তা পুরোপুরি সঠিক নয়। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ অনেক ফলের জোগান প্রচুর থাকলেও দেখা যাচ্ছে দাম অন্যবারের তুলনায় অনেক বেশি। যা অনেক ক্রেতার নাগালের বাইরে। সরেজমিন রাজধানীর মিরপুর, কারওয়ান বাজার ও সদরঘাটসহ কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলে ভরপুর বাজারগুলো। এর মধ্যে অন্যতম আমলকি। গত বছর বা সাধারণ সময়ে বিক্রি হতো ১০০ গ্রাম ১০ থেকে ২০ টাকায়। তা এখন আকারভেদে বিক্রি হচ্ছে ৬০-৯০ টাকায়। কেজি হিসাবে দাম পড়ে ৬০০-৯০০ টাকা। কয়েকজন ফল বিক্রেতা জানালেন, এর দাম কেজি প্রতি ২ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। অন্যান্য সময় মাল্টা যেখানে কেজি প্রতি ১২০-১৫০ টাকায় বিক্রি হতো সেখানে এখন তা ২০০-২৪০ টাকা। মৌসুমের শুরুর দিকে লটকনের দাম ছিল ১০০-১২০ টাকা কেজি। সেটি এখন কেজিতে ৩০ থেকে ৪০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু বাজারে লটকনের জোগান প্রচুর। অন্যান্য বছর জাম বিক্রি হতো ১০০-১৫০ টাকায়, তা এবার বিক্রি হচ্ছে ১৫০-২২০ টাকায়।

স্বাভাবিক সময়ে কামরাঙা বিক্রি হতো প্রতি কেজি ৫০-৭০ টাকা, এখন হচ্ছে ১২০-১৫০ টাকায়। জামরুল বিক্রি হতো ১০০-১২০ টাকায়, এখন হচ্ছে ১৫০-২০০ টাকা দামে। বাজারে আমড়া আসতে শুরু করেছে। সেটাও বিক্রি হচ্ছে ১৫০-২২০ টাকা কেজি দরে।

ঔষধি ফল হিসেবে খ্যাত আনারসের দামও হাতের নাগালে নেই। এক হালি আনারস কিনতে হলে গুনতে হচ্ছে ২০০ থেকে ২৪০ টাকা। পেয়ারা বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ১০০-১৫০ টাকা। অড়বরই ১০০ গ্রাম বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকা, করমচা ১০০ গ্রাম ৫০ থেকে ৬০ টাকা। ঢেউয়া যেখানে সবসময় বিক্রি হতো ৮০-১২০ টাকা প্রতি কেজি, তা এখন ২০০-২৪০ টাকা। লেবুর দামও করোনাকালে বেড়ে গিয়েছিল কয়েকগুণ। তবে এখন ২০-৪০ টাকা হালিতে লেবু পাওয়া যাচ্ছে।

মিরপুর-১ বাজারে আমলকি ও আমড়া কিনতে আসা মাহমুদুল হক যুগান্তরকে বলেন, কোনো ফলের দামই হাতের নাগালে নেই। ভিটামিন সি জাতীয় ফলের দাম বেড়েছে কয়েকগুণ। প্রতিদিন অল্পঅল্প কিনে পরিবারের সবার চাহিদা পূরণ করি। করোনার আগে যেসব ফল মাঝেমধ্যে খেতাম এখন সেগুলোতে হাতও দেয়া যাচ্ছে না।

ফল বিক্রেতা মাসুম বলেন, কিছু ফলের চাহিদা বেড়ে গেছে অনেক। যেমন

আমলকি। চাহিদার তুলনায় ফল আসে খুব কম। তাই দাম একটু বেশি। আনারস আমাদেরই কেনা প্রতি পিস ৪৩ টাকা, বিক্রি করি ৫০ টাকায়। দেশি ফল আমলকি, আমড়া, কামরাঙা, জাম, বেল, অরবড়ই এগুলোর চাহিদা বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই তুলনায় এসব ফলের জোগান বাড়েনি। কিন্তু মাল্টাতো দেশের বাইরে থেকে আসে। সেটার দাম কেন বাড়ল? এমন প্রশ্নের উত্তরে এ ফল বিক্রেতা বলেন, পাইকারি বাজারে ফলের দাম বেড়ে গেছে।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, ভিটামিন সি আমাদের শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্তু জানা প্রয়োজন, এটি যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি সবটুকুই শরীর বের করে দেয়। তাই অতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের পুষ্টিবিদ ছাঈদা লিয়াকত যুগান্তরকে বলেন, করোনার এই দুঃসময়ে আমাদেরকে সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে। প্রতিদিনই ভিটামিন ‘সি’ গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। শাকসবজি ও ফলমূল থেকে আমরা সেটা পেয়ে থাকি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রতিদিন ৬০-৯০ মিলি গ্রাম ভিটামিন ‘সি’র প্রয়োজন হয়।

দৈনিক দুটো আমলকি খেলেই এ চাহিদা পূরণ হয়। সব সময় আমাদের মাল্টার মতো দামি ফল খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা তিন বেলা খাবারে একটু লেবু খেয়েও এ চাহিদা পূরণ করতে পারি। করোনার এ সময়ে ভিটামিন ‘সি’র পাশাপাশি জিংক সমৃদ্ধ খাবার বা ট্যাবলেটও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। সূত্র- যুগান্তর

করোনায় চট্টগ্রামের উপ পুলিশ কমিশনার মিজানের মৃত্যু

কোভিড-১৯ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) উপকমিশনার মিজানুর রহমান।

রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সোমবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।

সিএমপির বিশেষ শাখার উপপুলিশ কমিশনার আবদুল ওয়ারিশ যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ ছাড়া সিএমপির জনসংযোগ কর্মকর্তা মির্জা সায়েমের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর ২৮ জুন ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে পঠিয়ে দেয়া হয় মিজানুর রহমানকে। তার স্ত্রী ও সন্তানও এই ভাইরাসে আক্রান্ত।

২২তম বিসিএসের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেয়া মিজানুর রহমানই প্রথম এসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা, যিনি করোনাভাইরাসে মারা গেলেন। সূত্র- যুগান্তর

আদালতে নেয়া হচ্ছে ডা. সাবরিনাকে, চাওয়া হবে রিমান্ড

কোভিড-১৯ টেস্ট নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ও জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের চিকিৎসক ডা. সাবরিনা চৌধুরীকে আদালতে নেয়া হচ্ছে। তাকে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ দিনের রিমান্ড চাওয়া হবে।
সোমবার সকালে তাকে আদালতে হাজিরের উদ্দেশে নেয়া হচ্ছে। গ্রেফতারের পর ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশীদ জানিয়েছিলেন, সোমবার সাবরিনাকে আদালতে তুলে রিমান্ড আবেদন করবে পুলিশ। এই ঘটনায় আর কে কে জড়িত তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হবে।
ডা. সাবরিনা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি জেকেজির প্রধান নির্বাহী আরিফুল হক চৌধুরীর স্ত্রী। ওভাল গ্রুপ লিমিটেড নামে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মেরও চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা। যেটার প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন আরিফুল হক চৌধুরী। হাসপাতালে তার কক্ষের সামনে নেইমপ্লেটে তার নাম লেখা ডা. সাবরীনা আরিফ। তবে সরকারি নথিতে তার নাম সাবরিনা শারমিন হুসাইন।
আরিফসহ ৬ জন গ্রেফতার হওয়ার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জেকেজির

প্রতারণার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সাবরিনার নামও উঠে আসে। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডাকা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।
স্বামী আরিফুল হক চৌধুরীকে যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, ডা. সাবরিনাকেও সেই একই মামলার আসামি করার প্রক্রিয়া চলছে।
এদিকে ডা. সাবরিনাকে গ্রেফতারের পর বিকালে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের এক অফিস আদেশে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আবদুল মান্নান স্বাক্ষরিত ওই আদেশে বলা হয়, ডা. সাবরিনা শারমিন হুসাইন সরকারি চাকরিতে কর্মরত থাকা অবস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জেকেজির চেয়্যারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। করোনা টেস্টের ভুয়া রিপোর্ট দেয়া ও অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি। এ কারণে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সরকারি কর্মকর্তা হয়ে সরকারের অনুমতি ছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান পদে থাকা ও অর্থ আত্মসাত সরকারি কর্মচারী বিধিমালা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাবরিনার ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয়েছে। সূত্র- যুগান্তর

বিনোদন জগতে ফের মৃত্যু, চলে গেলেন অভিনেতা রঞ্জন সেহগাল

ভারতের বিনোদন জগতে ফের মৃত্যুর ছাঁয়া। অকালে চলে গেলেন ক্রাইম পেট্রোল খ্যাত অভিনেতা রঞ্জন সেহগাল। তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬। চণ্ডীগড় এর এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন রঞ্জন। সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে মাল্টিপল অর্গান ফেলিওর হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে তার।

বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন রঞ্জন। তবে ঠিক কী হয়েছিল তা স্পষ্ট করে জানা যায়নি। রঞ্জন সেহগালের মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভারতীয় টেলিভিশন জগতে। ক্রাইম পেট্রোল এ অভিনয় করে তিনি বেশ পরিচিত একজন অভিনেতা ছিলেন।

এছাড়াও বিভিন্ন টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন রঞ্জন। তার মধ্যে

রয়েছে গুস্তাখ দিল, তুম দেনা সাথ মেরা, সাবকি লাডলী বেবো, কুলদীপক এবং ভাওয়ার। সিনে এন্ড টিভি আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েট এর পক্ষ থেকে রঞ্জন এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। তারা অভিনেতার মৃত্যুতে একটি টুইট করেছেন।

২০১৪ সালে কস্টিউম ডিজাইনার নিব্যা চাবড়াকে বিয়ে করেন রঞ্জন। এছাড়াও বলিউডের দুটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন রঞ্জন সেহগাল। রণদ্বীপ হুডা এবং ঐশ্বর্যা রাই অভিনীত সরবজিৎ ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। এরপরে শাহরুখ খান অভিনীত জিরো ছবিতে অভিনয় করেছিলেন রঞ্জন। এই ছবিতে শাহরুখ ছাড়াও অভিনয় করেছেন ক্যাটরিনা কাইফ ও অনুষ্কা শর্মা।

কালের কণ্ঠ

সূত্র: কলকাতা ২৪।

ঈদগাহে নয়, মসজিদেই হবে ঈদুল আজহার জামাত

ঈদুল ফিতরে বায়তুল মোকারর জাতীয় মসজিদে নামাজের অপেক্ষায় মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত
করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় ঈদুল আজহার নামাজের জামাতও ঈদগাহ/উন্মুক্ত স্থানের পরিবর্তে মসজিদে আদায় করার সিদ্ধান্ত দিয়েছে সরকার।

রোববার (১২ জুলাই) সচিবালয়ে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নুরুল ইসলাম।

সভায় যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য এবং আনন্দমুখর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ বছর করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি

অনুসরণপূর্বক ঈদের প্রধান জামাত জাতীয় ঈদগাহের পরিবর্তে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব রেখে নামাজ আদায়, নামাজ শেষে কোলাকুলি এবং হাত না মেলাতে বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মো. আনিছ মাহমুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, তথ্য, জনপ্রশাসন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর সংস্থার প্রতিনিধিরা এ ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্যে আল্লামা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ, আল্লামা মুফতি রুহুল আমিন, মাওলানা আনাস মাদানী, মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন, মাওলানা নুরুল আমিন, হাফেজ মাওলানা আব্দুল আলিম রিজভী, মুফতি মাওলানা সাজিদুর রহমান, মাওলানা ড. কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা মোসাদ্দিক বিল্লাহ আল মাদানী, মাওলানা মাহফুজুল হক প্রমুখ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এ ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত প্রদান করেন।

জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৩১ জুলাই বা ১ আগস্ট মুসলমানদের দ্বিতীয় বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ উদযাপিত হবে।az

মেহেরপুরে আশি দিনে শতক ছুঁলো আক্রান্ত

গত ২৪ ঘন্টায় চারজনের ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি পজিটিভ। একটি ফলোআপ। নতুন আক্রান্তরা ফলোআপ রোগীর স্ত্রী ও ছেলে। এনিয়ে গতকাল শনিবার পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা শতকে পূর্ণ হলো। গত ২২ এপ্রিল প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয় মুজিবনগরের বল্লভপুরে। এর পর থেকে ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে এক শতকে

পৌঁছালো। সংক্রমণের আশি দিনে মেহেরপুরে শতকের ঘরে হানা দিল করোনা। তবে জেলায় আক্রান্তের এ সংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় কম। এখনো পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা মোটামুটি ভাবে করোনা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে বিভিন্ন জনের দাবি।
গতকালের রিপোর্ট পেয়ে সিভিল সার্জন জানান, কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ৪টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩টি করোনা পজেটিভ ও ১টি নেগেটিভ। আক্রান্তরা হলেন, সাহেবনগর গ্রামের জাহিদুল ইসলাম (ফলোআপ), তার স্ত্রী মিম আরা ও ছেলে আবির হোসাইন।
গতকালের রিপোর্ট নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মো: রিয়াজুল আলম জানান, জাহিদুল ইসলাম সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হন। পুনরায় তার নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হলে সেখান থেকে করোনা পজেটিভ বলে নিশ্চিত করে। এছাড়া জাহিদুল ইসলামের সংস্পর্শে এসে তার স্ত্রী ও সন্তান করোনা সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।
সিভিল সার্জন নাসির উদ্দিন জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বলেন,স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে করোনা আক্রান্তদের সার্বিক খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। কাউকে আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা নিরলসভাবে জেলায় করোনা নিয়ন্ত্রণ রাখতে কাজ করছে। স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চললে জেলাকে করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে জেলা পুলিশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জেলায় ১৫ সদস্যর একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিমকে সহায়তা করার জন্য উপজেলা পর্যায়েও টিম গঠন করা হয়েছে। করোনা প্রতিরোধে দিনে দফায় দফায় সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ চলমান রয়েছে। একাজ করতে গিয়ে জেলা পুলিশের অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তবুও পুলিশ সদস্যরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি। এভাবেই সকলের সহযোগীতায় জেলাকে করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
তবে এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুুনসুর আলম খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে ২ হাজার ৫৪টি। এর মধ্যে ১শটি করোনা পজেটিভ, মৃত ৬ জন, সুস্থ্য ৫৭ জন।